ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

বাংলাদেশে জলবায়ু অর্থায়ন: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

(সার-সংক্ষেপ)

০৩ অক্টোবর ২০১৩

বাংলাদেশে জলবায়ু অর্থায়ন:সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

গবেষণা উপদেষ্টা

অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল
চেয়ারপারসন, ট্রাস্টি বোর্ড, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

ড: ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, টিআইবি

ড: সুমাইয়া খায়ের
উপ-নির্বাহী পরিচালক টিআইবি

গবেষণা ও প্রতিবেদন রচনা
মাহ্ফুজুল হক, গবেষণা সহযোগী
মহুয়া রউফ, সহকারি প্রকল্প সমন্বয়ক-গবেষণা
মু. জাকির হোসেন খান, প্রকল্প সমন্বয়ক

কৃতজ্ঞতা

খসড়া প্রতিবেদন পর্যালোচনা এবং সম্পাদনায় সহায়তার জন্য টিআইবি'র রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের *সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার* এম. ওয়াহিদ আলমকে বিশেষ কৃতজ্ঞতা এবং প্রতিবেদনের উপস্থাপনার ওপর মতামত প্রদানের জন্য অন্যান্য সহকর্মীর প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা।

যোগাযোগ:

জলবায়ু অর্থায়ন সুশাসন প্রকল্প
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
রোড # ৫, বাসা # ৭ (২য় তলা)
ব্লক # এফ, বনানী, ঢাকা-১২১৩
ফোন: +৮৮ ০২ ৯৮৯২৮১৭
ফ্যাক্স: +৮৮ ০২ ৯৮৯২৮১৭
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org
ই-মেইল: zhkhan@ti-bangladesh.org

১. প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

জলবায়ু পরিবর্তন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক উন্নয়ন, অগ্রগতি, দারিদ্র বিমোচন, নিরাপত্তা, অস্তিতের জন্য প্রধান হুমকি। গ্লোবাল ক্লাইমেট রিস্ক ইনডেক্স ২০১২ অনুযায়ী, আগামী ২০ বছরে জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে ঝুঁকিতে অবস্থানকারী তিনটি দেশ হলো বাংলাদেশ, মায়ানমার এবং হন্ডুরাস (জার্মানওয়াচ, ২০১২)। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলো জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় প্রতি বছর উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিতে নিপতিত প্রতিটি দেশের জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিলের পরিমাণও ভিন্ন ভিন্ন। এ প্রেক্ষিতে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় বাংলাদেশ সরকার ইতিমধ্যে এর জাতীয় রাজস্ব বাজেট হতে বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ড (বিসিসিটিএফ) এ ২০১২-১৩ অর্থ বছর পর্যন্ত ৩৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বরাদ্দ করেছে এবং উন্নত দেশগুলো বাংলাদেশকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ রেজিলিয়েন্স ফান্ড'এ (বিসিসিআরএফ) জুন ২০১৩ পর্যন্ত ১৭০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

অন্যদিকে, ''বৈশ্বিক দুর্নীতি প্রতিবেদন:জলবায়ু পরিবর্তন" এর মতে একটি সম্পূর্ণ নতুন এবং অপরীক্ষিত অর্থায়নের ক্ষেত্র হিসেবে জলবায়ু তহবিলের ব্যবস্থাপনা এবং সুশাসনের ঝুঁকি নিরূপণে সুনিদিষ্ট ধারণাও অনুপস্থিত। ইউএনডিপি প্রণীত ''ক্লাইমেট পাবলিক এক্সপিন্ডিচার এন্ড ইনষ্টিটিউশনাল রিভিউ ২০১২" প্রতিবেদনে বাংলাদেশে সরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জলবায়ু বাজেটে বাস্তবায়িত প্রকল্পে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ওপর জোর দেয়া হয়েছে। সর্বোপরি, বাংলাদেশে জলবায়ু অর্থায়নে প্রকল্প বাছাই এবং নির্বাচনের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, তহবিল ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্যের (যেমন, চুক্তি,স্মারক ইত্যাদি) ঘাটতি, আইন প্রয়োগ ও প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্ভাব্য অনিয়ম ও জবাবদিহিতার অভাব, প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন স্তরে সুশাসনের ঝুঁকি ও চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান (টিআইবি, ২০১২)। এ প্রেক্ষিতে টিআইবি'র চলমান জলবায়ু পরিবর্তন তহবিল পর্যবেক্ষণের আওতায় তহবিল প্রদানে অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ, প্রকল্প প্রণয়ন, নির্বাচন ও বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সুশাসন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ঝুঁকিসমূহ চিহ্নিত করার লক্ষ্যে এ গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে।

২. গবেষণার উদ্দেশ্য

এ গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য বাংলাদেশের জলবায়ু তহবিলে অগ্রগতি ও সুশাসনের সমস্যা চিহ্নিত করা এবং এসব সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য সুপারিশ প্রস্তাব করা। এ গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে:

- বাংলাদেশে জলবায়ু অর্থায়নের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ;
- বিসিসিটিএফ এবং বিসিসিআরএফ কর্তৃক সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে অনুমোদিত প্রকল্প বাস্তবায়নে সুশাসন পর্যবেক্ষণ;
- বিসিসিটিএফ কর্তৃক এনজিও/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্প নির্বাচন এবং বাস্তবায়িত সুনির্দিষ্ট প্রকল্পে সুশাসন পর্যবেক্ষণ;
- সুপারিশ/উত্তরণের উপায় নির্ধারণ।

৩. গবেষণার পরিধি

গবেষণায় জলবায়ু অর্থায়নের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের আওতায় ৬টি জলবায়ু তহবিল (বিসিসিটিএফ, বিসিসিআরএফ, এফএসএফ, এলডিসিএফ, পিপিসিআর এবং জেফ) হতে অর্থায়নে অগ্রগতি পর্যালোচনা করার ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি/বরাদ্দ এবং তহবিল ভিত্তক সর্বমোট বরাদ্দের পরিমাণ এবং প্রতিষ্ঠান-ভিত্তিক অনুমোদন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বিসিসিটিএফ এবং বিসিসিআরএফ কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্প নির্বাচন এবং বাস্তবায়নে নির্দিষ্ট নির্ধারকের ভিত্তিতে সুশাসন পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, গবেষণায় উপস্থাপিত পর্যবেক্ষণ জলবায়ু তহবিল প্রদত্ত নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিষ্ঠান এবং প্রকল্প সম্পর্কে প্রযোজ্য হলেও বাংলাদেশে জলবায়ু তহবিল ব্যবস্থাপনায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা দেয়।

৪. গবেষণা পদ্ধতি

জলবায়ু অর্থায়নে অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ, প্রকল্প নির্বাচন এবং বাস্তবায়িত প্রকল্পে সুশাসন নিরূপণে গুণগত ও পরিমাণগত পদ্ধতিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করে এ অনুসন্ধানমূলক গবেষণাটি করা হয়েছে। এ গবেষণার আওতায় জলবায়ু তহবিলের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ, বিসিসিটিএফ এবং বিসিসিআরএফ হতে সরকারি এবং বেসরকারি/এনজিও প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্প অনুমোদন এবং বাস্তবায়িত নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রকল্পে সুশাসন পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। গবেষণার সময়কাল সেপ্টেম্বর ২০১২ থেকে জুন ২০১৩ পর্যন্ত।

৪.১ গবেষণায় বিবেচিত নির্ধারক সমূহ

তহবিলের ভিন্নতা, আকার এবং অভিযোজনের অগ্রাধিকার বিবেচনা করে বিসিসিটিএফ এবং বিসিসিসিআরএফ হতে ১টি করে ২টি প্রকল্প নির্বাচন করা হয়েছে এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং/বা প্রকল্প নির্বাচন ও প্রকল্প বাস্তবায়নে সুশাসন পর্যবেক্ষণে যে সকল নির্ধারক বিবেচনা করা হয়েছে তা নিম্নরুপ:

সারণি ১: গবেষণার নির্ধারক সমূহ

সার্বিক নির্ধারকসমূহ: জলবায়ু তহবিল অনুমোদন (প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্প নির্বাচন) এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন
○ স্বচ্ছতা/তথ্যের উন্মুক্ততা
○ রাজনৈতিক প্রভাব (প্রতিষ্ঠান এবং/বা প্রকল্প অনুমোদন, প্রকল্প বাস্তবায়ন)
○ তহবিল অনুমোদনে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি
○ প্রকল্প প্রস্তাবের মান এবং প্রকল্পের দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব
○ প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা, আন্ত:প্রতিষ্ঠান সমন্বয় এবং জনবল
○ প্রকল্প প্রণয়ন, এলাকা/প্রকল্প নির্বাচন প্রক্রিয়ায় স্থানীয়/ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ
○ জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক অভিজ্ঞতা ও কার্যকর অভিযোজন
○ তহবিল অনুমোদন/প্রকল্প সম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠান/কর্মীদের জবাবদিহিতা ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব
○ অর্থের সঠিক ব্যবহারে ঝুঁকি, বাজেটের কার্যকারিতা
○ তদারকি ও পর্যবেক্ষণে স্থানীয় ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ এবং তৃতীয় পক্ষ তদারকির কার্যকরিতা
○ অভিযোগ গ্রহণ এবং নিরসন ব্যবস্থা
এনজিও/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্প নির্বাচন
○ সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বচ্ছতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহিতা
○ প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞতা/দক্ষতা, প্রাতিষ্ঠানিক কাজে জলবায়ু পরিবর্তনে অগ্রাধিকার
○ প্রকল্প এলাকায় প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো এবং জনবল
○ প্রতিষ্ঠান পরিচালনাকারীদের রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা
○ প্রকল্প কাজের মান এবং প্রত্যাশিত ফলাফল
○ জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত পূর্ব অভিজ্ঞতা
○ আর্থিক সততার চর্চা

৪.২ তথ্যের উৎসসমূহ

তথ্যের প্রত্যক্ষ উৎস: এ গবেষণায় তথ্যের প্রত্যক্ষ উৎস হিসাবে মূখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার (বিশ্ব ব্যাংক, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, এনজিও, বিআইডব্লিউটিএ, পিকেএসএফ কর্মকর্তা, স্থানীয় জনগণ, ব্যবসায়ী সমিতি ও স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি, ঠিকাদার, পরামর্শক, সুশীল সমাজ, এনজিও/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী, নির্বাচিত এনজিও প্রকল্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি, সাংবাদিক, এনজিও বিষয়ক বিভিন্ন অধিদপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা); প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকা সরেজমিন পরিদর্শন; প্রকল্প সংশ্লিষ্ট স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি, ব্যবসায়ী কম্যুনিটি এবং ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। উপরন্তু, বিসিসিটিএফ কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পে ময়লা অপসারণের পরিমাণ পরিমাপ করার জন্য টিআইবি কর্তৃক প্রকল্প এলাকায় (রায়েরবাজার সংলগ্ন হাইক্কার খাল এবং নারায়ণগঞ্জের চারারগোপ) বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে পরিচালিত হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ (জুন, ২০১৩) এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

তথ্যের পরোক্ষ উৎস: তথ্যের পরোক্ষ উৎস হিসাবে জলবায়ু অর্থায়ন সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি, বিসিসিআরএফ সংক্রান্ত বার্ষিক প্রতিবেদন, গবেষণা প্রতিবেদন, গণমাধ্যম ও ওয়েবসাইটে প্রকাশিত সংবাদ ও প্রবন্ধ এবং তথ্য অধিকার আইনের আওতায় বিআইডব্লিউটিএ ও এনজিও থেকে সংগৃহীত প্রকল্প প্রস্তাব পর্যালোচনার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

৫. বাংলাদেশে জলবায়ু অর্থায়নে অগ্রগতি

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশলপত্র এবং কর্ম পরিকল্পনা ২০০৯ অনুসারে, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় ২০১২-১৩ অর্থ বছর হতে ২০১৬-১৭ অর্থ বছর পর্যন্ত জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী উন্নত (এ্যানেক্স-১) দেশগুলো বিসিসিএসএপি প্রণীত কর্মসূচী বাস্তবায়নে বাংলাদেশকে প্রতি বছর ১ বিলিয়ন ডলার করে ৫ বছরে মোট ৫ বিলিয়ন ইউএস ডলার অর্থ প্রদানের কথা থাকলেও জুন ২০১৩ পর্যন্ত বাংলাদেশ মাত্র ৫৯৪ মিলিয়ন ডলারের প্রতিশ্রুতি পেয়েছে। শুধুমাত্র বিসিসিআরএফ এ প্রতিশ্রুত ১৭০ মিলিয়ন ইউএস ডলারের বিপরীতে জুন ২০১৩ পর্যন্ত ১১ টি প্রকল্পে ১৪৭ মিলিয়ন ইউএস ডলার প্রদান করা হয়েছে (চিত্র ১)। অন্যান্য তহবিল যেমন, পাইলট প্রোগ্রাম ফর ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স (পিপিসিআর), গ্লোবাল এনভায়রনমেন্টাল ফেসিলিটিজ (জেফ) এবং লিস্ট ডেভেলপড কান্ট্রিজ ফান্ড (এলডিসিএফ) থেকে সামান্য পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, জুন ২০১৩ পর্যন্ত বিসিসিটিএফ থেকে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য এর নিজস্ব রাজস্ব তহবিল হতে ৩৪০ মিলিয়ন ইউএস ডলার বরাদ্দের বিপরীতে ১৩৯ টি সরকারি প্রকল্প এবং ৬৩ টি এনজিও প্রকল্পে সর্বমোট ১৯০.৭৮ মিলিয়ন ইউএস ডলার অনুমোদন করেছে।

সার্বিকভাবে দেশীয় এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক উতসসমূহ থেকে মন্ত্রণালয় ভিত্তিক অনুমোদিত প্রকল্পের ভিত্তিতে স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় থেকে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ অর্থের প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে যার পরিমাণ ২১৮.১৬ মিলিয়ন ইউএস ডলার যা মোট জলবায়ু তহবিলের ৩১.৯২ ভাগ (চিত্র ২)। এরপর বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অবস্থান, যার আওতায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন জলবায়ু তহবিল থেকে অনুমোদিত প্রকল্প অর্থের ২৩.৩ শতাংশ (১৫৯.২ মিলিয়ন ইউএস ডলার) অর্থ ব্যবহার করছে। বেড়িবাঁধ, নদীর তীর সংরক্ষণ এবং নদী ও খালের নাব্যতা রক্ষায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় বিসিসিটিএফ হতে সর্বোচ্চ ৪৫.২ শতাংশ তহবিল অনুমোদন পেয়েছে। অন্যদিকে, সার্বিকভাবে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সবচেয়ে কম বরাদ্দ (০.০৫%) পেয়েছে।

চিত্র ১: বাংলাদেশে জলবায়ু অর্থায়নে অগ্রগতি

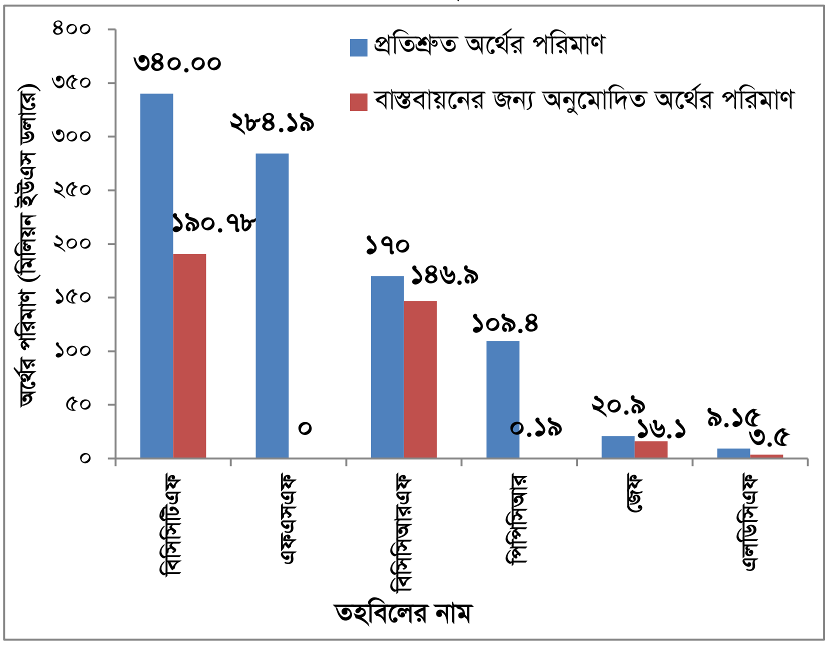

সূত্র: টিআইবি গবেষণা, জুন, ২০১৩[১]

চিত্র ২: প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক বাংলাদেশে জলবায়ু তহবিলের অনুমোদন এবং বর্তমান অবস্থা

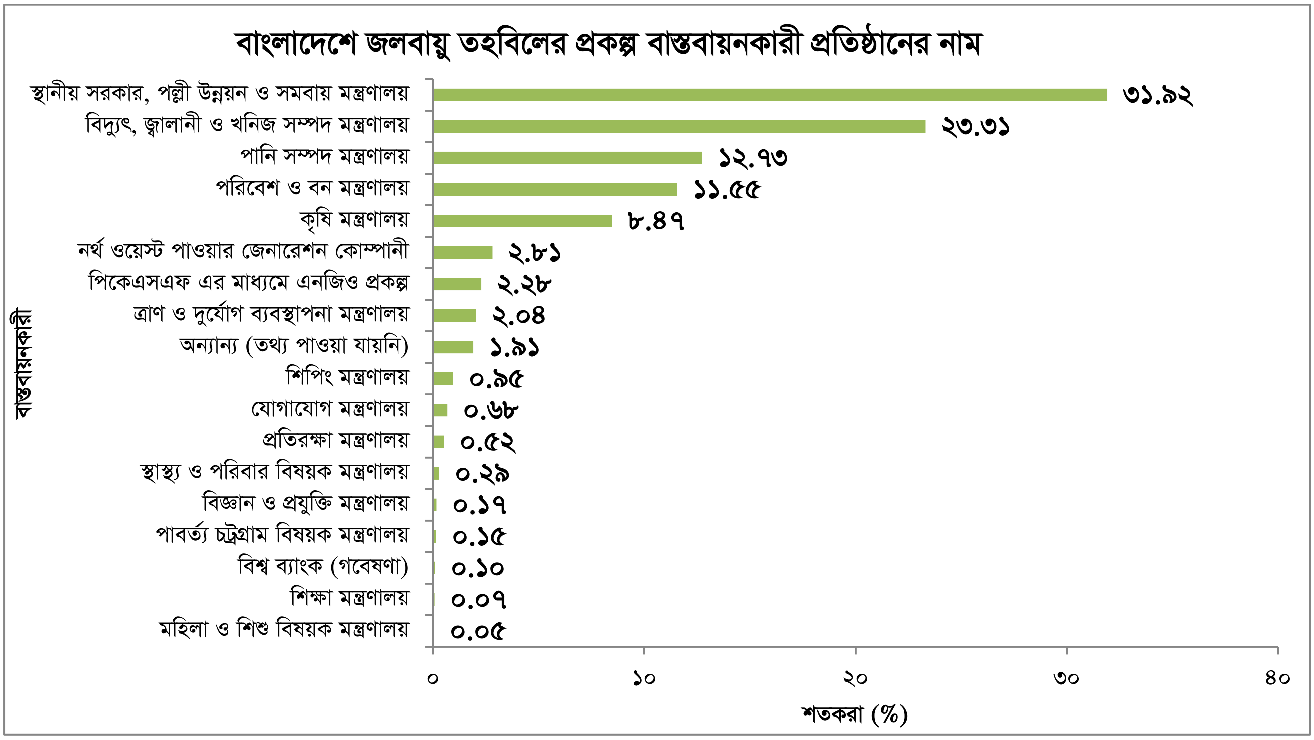

সূত্র: টিআইবি গবেষণা (জুন, ২০১৩)[১]

বিভিন্ন তহবিল হতে প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক তহবিল প্রাপ্তির ক্ষেত্রে, এলডিসিএফ হতে বরাদ্দকৃত অর্থের ১০০ শতাংশই পেয়েছে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, জেফ হতে সর্বোচ্চ ৬১.১ শতাংশ অর্থ পেয়েছে বিদ্যুত ও জ্বালানি মন্ত্রণালয় এবং পিপিসিআর হতে সর্বোচ্চ ৯৭.৮ শতাংশ অর্থ বরাদ্দ পেয়েছে এলজিইডি। বিসিসিআরএফ হতে সর্বোচ্চ ৩২.৫ শতাংশ তহবিলের অনুমোদন পেয়েছে কৃষি মন্ত্রণালয় এবং বিসিসিটিএফ হতে সর্বোচ্চ ৪৫.২ শতাংশ তহবিল অনুমোদন পেয়েছে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় (সংযুক্তি-১)।

[১] পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বিশ্বব্যাংক ওয়েবসাইট ও ক্লাইমেট ফান্ড আপডেট থেকে সংগৃহীত তথ্যর ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত

৬. বিসিসিটিএফ এবং বিসিসিআরএফ প্রকল্প বাস্তবায়নে সুশাসন পর্যবেক্ষণ

টিআইবি'র "জলবায়ু অর্থায়ন সুশাসন প্রকল্প" এর আওতায় চলমান সুশাসন পর্যবেক্ষণের অংশ হিসেবে বিসিসিটিএফ এবং বিসিসিআরএফ এর অর্থায়নে বাস্তবায়িত দুটি প্রকল্প পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। প্রকল্প দুটি হলো, "*জরুরি ২০০৭ ঘূর্ণিঝড় পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন (Emergency 2007 Cyclone Recovery and Restoration Project-ECRRP)*" এবং "*ঢাকার রায়ের বাজার সংলগ্ন হাইক্কার খাল ও নারায়ণগঞ্জের চারারগোপের সঞ্চিত পলিথিনসহ অন্যান্য বর্জ্য অপসারণ*"। প্রকল্পগুলো পর্যবেক্ষণের ফলাফল নিম্নে আলোচিত হলো।

৬.১ বিসিসিআরএফ অর্থায়নে বাস্তবায়িত 'জরুরি ২০০৭ ঘূর্ণিঝড় পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন' প্রকল্প পর্যবেক্ষণ

৬.১.১ প্রকল্প প্রণয়ন এবং অনুমোদন

বিশ্ব ব্যাংক ২০০৮ সালের নভেম্বর মাসে "Emergency 2007 Cyclone Recovery and Restoration Project (ECRRP)" প্রকল্প অনুমোদন করে যার প্রকল্প ব্যয় ছিল ৮৪ মিলিয়ন ইউএস ডলার যা আইডিএ (International Development Association) ঋণ হিসেবে অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে বিসিসিআরএফ'র গভার্নিং কাউন্সিলের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ২০১১ সালের আগষ্ট মাসে বিসিসিআরএফ হতে এ প্রকল্পে ২৫ মিলিয়ন ইউএস ডলার সরবরাহে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চলমান এ প্রকল্পের আওতায় বর্তমানে উপকূলীয় বরগুনা, খুলনা সাতক্ষীরা, পিরোজপুর ও পটুয়াখালি জেলায় স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে ৫৬টি নতুন বহুমূখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র ও ৫টি সংযোগ সড়ক নির্মাণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

৬.১.২ প্রকল্প বাস্তবায়ন: সুশাসন পর্যবেক্ষণ

- **ত্রুটিপূর্ণ তথ্য প্রকাশ এবং অস্বচ্ছতা:** উন্নত দেশ (এ্যানেক্স-১) কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষতিপূরণ বাবদ ''নতুন" এবং ''অতিরিক্ত" অর্থের ভিত্তিতে বিসিসিএরএফ প্রতিষ্ঠিত হলেও মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনে দেখা যায় বিসিসিএরএফ তহবিলে বাস্তবায়নরত ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ সম্পর্কিত প্রদত্ত তথ্যে তা ঋণ হিসাবে এবং তহবিলের উৎস বা দাতা প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিশ্ব ব্যাংককে দেখানো হয়েছে, যা অস্বচ্ছতারই নামান্তর। এমনকি অর্থের প্রকৃত উৎস (ঋণ না অনুদান) সম্পর্কে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার স্থানীয় কর্মকর্তাবৃন্দও অবহিত নয়।
- **ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর সীমিত অংশগ্রহণ:** প্রকল্প প্রস্তাব তৈরির পূর্বে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, মাননীয় সংসদ সদস্য এবং স্থানীয় লোকদের সাথে আলোচনা করা হয়, কিন্তু বেশ কিছু স্থানে নির্মাণ কাজের জন্য জমি/স্থান নির্বাচন প্রক্রিয়া এবং নির্মাণ কাজ তদারকিতে স্কুল কমিটি ও স্থানীয় লোকদের সম্পৃক্ত করা হয় নি।
- **ঠিকাদার নির্বাচনে রাজনৈতিক প্রভাব ও সততার চর্চা:** নির্মাণ কাজের ঠিকাদারি পেতে স্থানীয় ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক ব্যক্তির প্রভাব এবং ভীতি প্রদর্শনের তথ্য পাওয়া যায়।
- **সরকারি ক্রয় আইন বিধি লংঘন ও উপ-ঠিকাদার (সাব-কন্ট্রাক্টর) নিয়োগ:** প্রকল্প এলাকা সরেজমিন পরিদর্শনে দেখা যায় বেশ কিছু স্থানে মূল ঠিকাদার কর্তৃক সরকারি ক্রয় আইন বিধি লংঘন করে উপ-ঠিকাদার (সাব-কন্ট্রাক্টর) নিয়োগ করেছে। পটুয়াখালির বাউফলে বাস্তবায়নাধীন ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্রের মূল ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান চারটি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণে একটি প্যাকেজের আওতায় কাজ করলেও সেই প্যাকেজ থেকে ২টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ কাজের জন্য উপ-ঠিকাদার নিয়োগ করেছে।
- **প্রকল্প কাজ বাস্তবায়নে বিলম্ব:** ২০১১ সলে এ প্রকল্পে অর্থ সরবরাহ শুরু হলেও ২০১২ এর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত কয়েকটি নির্বাচিত এলাকায় কাজ শুরু হয়নি। তবে, ইসিআরআরপি প্রকল্পটি জুন, ২০১৩ শেষ হওয়ার কথা থাকলেও প্রকল্প কর্মকর্তা ২০১৪ সালের মধ্যে প্রকল্পটি সমাপ্তের প্রত্যাশা করছেন।
- **বাস্তবায়ন পর্যায়ে দুর্বল কাজের মান এবং জবাবদিহিতা:** স্থানীয় জনগোষ্ঠী কয়েকটি আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ কাজের গুণগত মান নিয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করলেও কিছু ক্ষেত্রে নিম্ন মানের নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার এবং ফলশ্রুতিতে কাজ বন্ধ করে দেওয়া, পাইলিংয়ের রড ঢালাইয়ের সময় এক স্থানে স্তুপাকারে জমা হলেও তার উপরেই ঢালাইয়ের কাজ করা, আশ্রয় কেন্দ্রের ভিত্তি নির্মাণে উপরের স্তরে তুলনামূলক ভাল পাথর দিয়ে নির্মাণ কাজ করা হলেও নিচের স্তরে খারাপ পাথর দেয়া, স্কুলের সংযোগ সড়ক নির্মাণে নির্ধারিত মানের চেয়ে নিম্ন মানের ইট ও বালু ব্যবহার এবং ঢালাই এর কাজে লবণাক্ত পানি ব্যবহার করা সহ বিভিন্ন অভিযোগ সরেজমিন পরিদর্শনে তার সত্যতা পাওয়া যায়। মাঠ পর্যায়ে এসব অভিযোগ নিরসন কার্যকর ব্যবস্থা অনুপস্থিত।

৬.১.৩ প্রকল্প বাস্তবায়নের মান এবং তদারকির চ্যালেঞ্জ

- **স্থানীয় প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক তদারকির কার্যকারিতা:** স্থানীয় স্কুল কমিটি জানায়, বিশ্ব ব্যাংক ও এলজিইডি'র কর্মকর্তাবৃন্দ দূর্গম এলাকায় পর্যাপ্ত তদারকি করে নি। এলজিইডি'র কর্মকর্তাদের মতে, সাইক্লোন শেল্টারগুলোর ভৌগলিক অবস্থানগত বিচ্ছিন্নতা ও অনুন্নত যোগযোগ ব্যবস্থা ও একইসাথে একই দিনে ২-৩ টি স্থানে নির্মাণ কাজ চালু থাকার কারণে সব জায়গায় তদারকি করা সম্ভব হয় না। প্রকল্প অনুমোদনের আগে উপরোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করা হয়নি; ফলে পর্যাপ্ত তদারকির অভাবে কাজের গুণগত মানের উপর সরাসরি প্রভাব পড়ছে।
- **তৃতীয় পক্ষ তদারকি:** বিসিসিআরএফ'র আওতায় বাস্তবায়িত প্রকল্প কার্যক্রম তদারকির জন্য স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এর পাশাপাশি বিশ্ব ব্যংক এর পক্ষ হতে 'তৃতীয় পক্ষ তদারক' হিসাবে কনসালটেন্ট ফার্ম নিয়োগ করা হয় এবং এ ফার্মের পক্ষ থেকে স্থানীয় পর্যায়ে তদারকির জন্য ফিল্ড রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার (এফআরই) নিয়োগ করা হয়। কিন্তু, এফআরইদের আলাদা অফিস না থাকায় ও

এলজিইডি অফিসে বসার কারণে অনেক ক্ষেত্রে তারা স্বাধীন ভাবে কাজ করতে পারেনা এবং এলজিইডি এবং ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান উভয় পক্ষের চাপের মুখে থাকে। এমনকি নির্মাণ সামগ্রীর মান যাচাইয়ের রিপোর্ট পাওয়ার আগেই এ সংক্রান্ত ছাড়পত্রে স্বাক্ষর করতে বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তার যোগসাজশে ঠিকাদার এফআরই'র ওপর চাপ প্রয়োগ করে। এমনকি কোনো কোনো স্থানে প্রাণ নাশের হুমকির সম্মুখীন হওয়ার ফলে এক বছরের মধ্যে একটি প্রকল্প এলাকা হতে ১২ জন এফআরই চাকরি ছেড়ে চলে যায়।

৬.২ বিসিসিটিএফ অর্থায়নে বাস্তবায়িত ''ঢাকার রায়ের বাজার সংলগ্ন হাইক্কার খাল ও নারায়ণগঞ্জের চারারগোপের সঞ্চিত পলিথিনসহ অন্যান্য বর্জ্য অপসারণ প্রকল্প'' পর্যবেক্ষণ

৬.২.১ প্রকল্প প্রণয়ন ও অনুমোদন

বুড়িগঙ্গা নদী পলিথিন ও বিভিন্ন ধরণের বর্জ্য দিয়ে ভরাট হয়ে যাওয়ায় ঢাকার রায়েরবাজার সংলগ্ন হাইক্কার খাল এবং নারায়ণগঞ্জের চারারগোপ এলাকায় নদীতে সঞ্চিত পলিথিন এবং অন্যান্য আবর্জনা অপসারণের মাধ্যমে নদীর পানির প্রবাহ বৃদ্ধিসহ পরিবেশে উন্নয়ন এবং বর্ষা মওসুমে পয়ঃনিষ্কাশনে অসুবিধা দূর করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ "ঢাকার রায়ের বাজার সংলগ্ন হাইক্কারখাল ও নারায়ণগঞ্জের চারারগোপে সঞ্চিত পলিথিনসহ অন্যান্য বর্জ্য অপসারণ" নামক ২২.১৮ কোটি টাকার প্রকল্পটি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করেছে।

৬.২.২ প্রকল্প প্রণয়ন ও অনুমোদনে আন্তঃপ্রতিষ্ঠান সমন্বয়

প্রকল্প প্রণয়ন পর্যায়ে বিআইডাব্লিউটিএ, সিটি কর্পোরেশন, পরিবেশ অধিদপ্তর এবং পানি উন্নয়ন বোর্ডের মধ্যে কার্যকর সমন্বয়ের প্রয়োজন থাকলেও বাস্তবে তার ঘাটতি ছিল। প্রকল্পটি দুটি পৃথক স্থানে বাস্তবায়নের কারণে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানের সম্পৃক্ততা প্রয়োজন ছিল। দুটি প্রকল্প এলাকায় কাজের ধরণ, নির্মাণ কাজের পরিমাণ ও বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণের মধ্যেও স্থানভেদে পার্থক্য রয়েছে। এর মধ্যে হাইক্কার খাল নামক স্থানটি ঢাকা সিটি কর্পোরেশন, বিআইডব্লিউটিএ ও ঢাকা ওয়াসার কর্ম এলাকায় অন্তর্ভুক্ত। অন্যদিকে, নারায়ণগঞ্জ অংশে বিআইডব্লিউটিএ, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন, স্থানীয় ব্যবসায়ী ও ঘাট মালিক শ্রমিক সংগঠনগুলো সম্পৃক্ত।

৬.২.৩ প্রকল্প বাস্তবায়নে সুশাসন

- **দূষণের উৎসসমূহ বন্ধ না করে প্রকল্প অনুমোদন ও প্রকল্প বাস্তবায়ন:** হাইক্কার খাল সংলগ্ন স্লুইস গেট দিয়ে চামড়াজাত শিল্পের বিপুল পরিমাণ অশোধিত আবর্জনা প্রতিনিয়ত এ নদীতে এসে পড়ছে; বিশেষকরে প্রকল্পের কাজ চালু অবস্থায় স্লুইস গেট দিয়ে ট্যানারীর বিপুল পরিমাণ অপরিশোধিত বর্জ্য প্রতিনিয়ত নদীতে পড়ে। ফলে আবর্জনা উত্তোলনের পর নদীর যে নাব্যতা থাকা প্রয়োজন তা স্থায়ী হচ্ছে না। সঠিক প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় ও স্লুইস গেট বন্ধ না করে প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্পের সুফলের স্থায়িত্ব নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, বিসিসিটিবি প্রকল্প অনুমোদনে এ বিষয়গুলো কেন বিবেচনা করে নি।
- **রাজনীতিক এবং ভূমি দস্যুদের প্রভাব:** প্রকল্পটিতে ক্ষমতাধর রাজনীতিকের একজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় প্রকল্পের ঠিকাদরি পান বলে অভিযোগ রয়েছে। অন্যদিকে ভূমি দস্যুরা প্রকল্প তদারকি ও বাস্তবায়নের কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করার এবং কাজ বন্ধ করার চেষ্টা করেছে বলে অভিযোগ করেছে স্থানীয় জনগোষ্ঠী।
- **সচেতনতা বৃদ্ধির কর্মসূচী না থাকা:** স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সভা করা হলেও মাঠ পর্যায়ে তার ফলাফল ও প্রভাব দৃশ্যমান নয়। চারারগোপের বিন ও গার্বেজ পয়েন্টে আড়তদারেরা ময়লা সংরক্ষণ করে, কিন্তু সিটি কর্পোরেশনের গাড়ী তা নিয়মিত উত্তোলন করে না; এবং বিন ও গার্বেজ পয়েন্টেগুলো অবর্জনায় পরিপূর্ণ এবং গার্বেজ পয়েন্টেগুলোর বাইরে রাস্তাতেও ময়লা দীর্ঘদিন সরানো হয় না। ফলে জমাকৃত ময়লা নদীতে পড়ছে এবং পানি ও অশেপাশের পরিবেশ আগের মতো দূষিত হচ্ছে।
- **স্থায়ী বর্জ্য নিস্কাশন পয়েন্ট নির্মাণ না করা:** প্রকল্প প্রস্তাব অনুসারে নদীর তলদেশের উত্তোলিত গার্বেজ রাখার জন্য স্থায়ীভাবে ২টি গার্বেজ পয়েন্ট নির্মাণের কথা থাকলেও কোন গার্বেজ পয়েন্ট নির্মাণ করা হয়নি। এ বিষয়ে ঠিকাদার বলেন, প্রকল্প এলাকাটি পানি উন্নয়ন বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকা এবং দু' মাস অপেক্ষা করার পরেও অনুমতি পেতে বিলম্ব হওয়ায় তা তৈরি করা হয় নি।
- **অব্যয়িত অর্থ সম্পর্কে অস্বচ্ছতা:** প্রকল্প প্রস্তাবে ৩,৮৫,০০০ ঘনফুট ময়লা অপসারণ করার কথা বলা হলেও বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক ২,২৯,৭১১ ঘনফুট ময়লা অপসারণের দাবি করা হয়; টিআইবি কর্তৃক পরিচালিত হাইড্রোগ্রাফিক জরিপে অপসারিত ময়লার পরিমাণ পাওয়া যায় ২,০৪,৯৮৪ ঘনফুট, যা প্রকল্প প্রস্তাবের তুলনায় ৪৬ শতাংশ কম, ফলে আনুমানিক ৫.০০ কোটি টাকা অব্যয়িত থাকার কথা (সারণি ২)।

  মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শণের মাধ্যমে জানা যায়, প্রকল্প প্রস্তাবে থাকলেও নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে কম ময়লা অপসারণ, ১টি গার্বেজ পয়েন্ট নির্মাণ না করা, দৃশ্যমান জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম না থাকা, সীমিত উচ্ছেদ অভিযান, পরামর্শক নিয়োগ না করা, প্রচার ও বিজ্ঞাপন যথাযথভাবে না হওয়ার ফলে এ বাবদ অর্থের পুরোপুরি ব্যবহার হয় নি। বাস্তবে এ অব্যয়িত অর্থ কিভাবে ব্যয় করা হচ্ছে সে সম্পর্কে কোনো তথ্য বা আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয় নি, যা তথ্যেও সঠিক ব্যবহার না হওয়ার আশংকাকে প্রবল কওে (সংযুক্তি-২)।

সারণি ২: টিআইবি কর্তৃক প্রাক্কলিত প্রকল্প খরচ এবং অব্যয়িত অর্থের গড় পরিমাণ

প্রকল্প এলকা	প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকার দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)			ময়লা অপসারণের পরিমাণ (ঘনফুট)			টিআইবি কর্তৃক প্রাক্কলিত অব্যয়িত অর্থের গড় পরিমাণ (কোটি টাকা)
	প্রকল্প প্রস্তাব	বিআইডব্লিউটিএ জরিপ	টিআইবি জরিপ	প্রকল্প প্রস্তাব	বিআইডব্লিউটিএ জরিপ	টিআইবি কর্তৃক হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ	
হাইক্কার খাল	২.৭৩	২.৩০	২.৩০	২৩৪,০০০	১৫৮,৭৩৯	১৩৯,২৪২	৩.৬৮
চারার গোপ (মূল খাল)	২.২৬	০.৩৭	০.৩৭	১৫১,০০০	৭০,৯৭২	৬৫,৭৪২	১.৭৪

সূত্র: প্রকল্প প্রস্তাব, প্রকল্প বাস্তবায়ন রিপোর্ট ও মাঠ পর্যায়ে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে টিআইবি বিশ্লেষণে প্রস্তুত, আগস্ট ২০১৩

- **প্রকল্পের যথার্থতা ও কার্যকারিতা:** এলাকাবাসীর মতে, এ প্রকল্প গ্রহণ না করলে হাইক্কার খাল এলাকায় হাউজিং কোম্পানীর মাধ্যমে নদীর তীর দখল হয়ে যেত; নদীর দু'পাশে ৬ ফুট রাস্তা তৈরী করা হয়েছে এবং নদীর তলদেশ পরিস্কার করার ফলে নদীর নাব্যতা বেড়েছে। তবে, বিশেষজ্ঞদের মতে প্রকল্পটির জলবায়ু অভিযোজন সংশ্লিষ্টতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে এবং এ ধরনের প্রকল্পে সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারদের সমন্বিত অংশগ্রহণ বা আন্ত:প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় নিশ্চিত করা, কাজের সার্বিক মান নিয়ন্ত্রণ ও দুর্নীতির ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করে ব্যবস্থা না নিলে প্রকল্পের সুফল স্থায়ী হওয়া নিয়ে সংশয় থাকবে।

৬.২.৪ অকার্যকর তদারকি ও মূল্যায়ন

স্থানীয় ব্যবসায়ী ও বিআইডব্লিউটিএ জরিপ এর কর্মকর্তারা মনে করেন, প্রকল্প সমাপ্তির পর নিয়মিত তদারকির ব্যবস্থা না থাকায় প্রকল্পটি যে উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বাস্তবায়ন হয়েছে জনগণ তার সুফল দীর্ঘস্থায়ীভাবে ভোগ করতে পারবে না।

৭. এনজিও/ বেসরকারি প্রতিষ্ঠান নির্বাচন এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ

বিসিসিটিএফ ট্রাস্টি বোর্ড এর পক্ষে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় পিকেএসএফকে শুধুমাত্র একটি নোটিশের মাধ্যমে এনজিও/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্প নির্বাচন সংক্রান্ত কাজে নিযুক্ত করে[২]। তবে, এ বিষয়ে কোন কর্ম পন্থা (Terms of Reference) বা এ সংক্রান্ত কোনো তথ্য প্রকাশ করা হয় নি। এনজিও/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান নির্বাচন প্রক্রিয়ার ধাপগুলো ছিলো নিম্নরূপ-

- **ধাপ-১:** বিসিসিটি (পূর্বের সিসিইউ) ২০১১ সালে এনজিও প্রকল্পের জন্য প্রস্তাব আহবান করে এবং এনজিওগুলো থেকে ৫০০০ এর বেশি প্রকল্প প্রস্তাব জমা পড়ে। এর মধ্য থেকে বিসিসিটি কর্তৃক ৫৩ টি এনজিও প্রকল্পকে তহবিল বরাদ্দের জন্য প্রাথমিকভাবে নির্বাচন করে;
- **ধাপ-২:** এনজিও নির্বাচনে দুর্নীতি ও অসততার অভিযোগ পত্রিকায় প্রকাশের ফলে ২০১১ সালের আগষ্ট মাসে বিসিসিটি তহবিল ছাড় স্থগিত করে;
- **ধাপ-৩:** বিসিসিটি ২০১১ সালের নভেম্বর মাসে পুনরায় পিকেএসএফকে বাতিলকৃত প্রকল্প প্রস্তাব সহ মোট ১১৫ টি এনজিও প্রকল্প প্রস্তাব পূন-মূল্যায়ন এর দয়িত্ব প্রদান করে;
- **ধাপ-৪: ২০১৩ সনে** পিকেএসএফ চুড়ান্তভাবে ৬৩ টি এনজিও/ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে তহবিল প্রদানের জন্য নির্বাচন করে।

অনুদান গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে পিকেএসএফ'র চুক্তিপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে ''Bangladesh Climate Change Trustee Board (BCCTB) এর অনুরোধক্রমে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, ক্লাইমেট চেঞ্জ ইউনিট[৩] অর্পিত ক্ষমতাবলে ''ফাউন্ডেশন''[৪] BCCTB হতে সরবরাহকৃত অর্থ এবং এ সংক্রান্ত নীতিমালার আওতায় অনুদান প্রদান করে''। এখানে উল্লেখ্য যে, পিকেএসএফকে অর্পিত ক্ষমতা বলে ফাউন্ডেশন হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। তহবিলের ব্যবস্থাপক হিসেবে টিআইবি পিকেএসএফ'র নিকট

---

[২] http://bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_all_sections.php?id=1062

[৩] পত্র স্মারক নং পবম/CCU/ট্রাস্টি বোর্ডেও সভা/৫৬/২০১২/(অংশ-৩)/৬৩৮, তারিখ: ১৩/০৮/২০১২ খৃষ্টাব্দ মোতাবেক

[৪] প্রকল্প চুক্তিপত্রের প্রথম পক্ষ হিসাবে পিকেএসএফ স্বাক্ষর করে, শর্ত মোতাবেক পিকেএসএফকে ''ফাউন্ডেশন'' হিসাবে নিধারণ করা হয় এবং প্রকল্প/অনুদান গ্রহীতার কাছে ফাউন্ডেশন আইনসঙ্গত প্রতিনিধি, স্বার্থ সংশ্লিষ্ট উত্তরাধিকারী, অ্যাডমিনিস্ট্রেটর এবং তহবিলের ধারক''

নির্বাচিত এনজিও সম্পর্কে তথ্যের জন্য আবেদন করে এবং পিকেএসএফ মোট ৫৫টি নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান এবং প্রকল্পের তালিকা (প্রকল্প নাম, ঠিকানা এবং অর্থায়নের পরিমাণ) সরবরাহ করা হয়। সর্বশেষ এ পর্যন্ত পিকেএসএফ কর্তৃক ৬৩টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে নির্বাচন করলেও অনুমোদিত বাঁকি ৮টি এনজিও সম্পর্কে কোনো তথ্য জানা সম্ভব হয় নি।

৭.১ এনজিও/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং প্রকল্প অনুমোদনে সুশাসন পর্যবেক্ষণ

- **তথ্যের উন্মুক্ততা এবং স্বচ্ছতা:** টিআইবি'র গবেষণায় পিকেএসএফ কর্তৃক এনজিও/ বেসরকারি প্রতিষ্ঠান নির্বাচন সংক্রান্ত কোনো কোনো ক্ষেত্রে অস্বচ্ছতা/তথ্যের অপ্রাপ্যতা পাওয়া যায়। এগুলো হলো নিম্নরুপ-
  - প্রাথমিকভাবে বিসিসিটি কর্তৃক নির্বাচিত ১১৫টি এনজিও/প্রকল্প নির্বাচন সংক্রান্ত মূল্যায়ন প্রক্রিয়া বা এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ না করা;
  - পিকেএসএফ ও বিসিসিটিএফ এর মধ্যকার সমঝোতা স্মারক না থাকা/প্রকাশ না করা;
  - তথ্য প্রকাশে বিসিসিটিএফ, পিকেএসএফ এবং এনজিও'র এষতিয়ার/সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত না করায় তথ্য সংগ্রহে দীর্ঘসূত্রিতা;
  - জুন ২০১৩ পর্যন্ত পিকেএসএফ কর্তৃক বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে সর্বশেষ অনুমোদিত ৬৩ টি প্রকল্প নির্বাচন সংক্রান্ত তথ্য জনসমক্ষে/ওয়েবসাইটে প্রকাশ না করা ইত্যাদি। সার্বিকভাবে এনজিও/ বেসরকারি প্রতিষ্ঠান নির্বাচন সংক্রান্ত তথ্য উন্মুক্ত করার ক্ষেত্রে অস্বচ্ছতা তৈরি করেছে।

বক্স ১: বেসরকারি/এনজিও প্রতিষ্ঠান নির্বাচনে অস্বচ্ছতা

টিআইবি কর্তৃক একইসাথে পিকেএসএফ এবং প্রকল্প বরাদ্দ প্রাপ্ত ৫৫টি এনজিও'র কাছে তথ্য অধিকার আইনের আওতায় প্রকল্প প্রস্তাবের জন্য আবেদন করলে পিকেএসএফ বিসিসিটি'র পক্ষ হতে অনুমতি প্রদান করা হয় নি মর্মে তথ্য দিতে অপরাগতা প্রকাশ কও; এখন পর্যন্ত, সে আবেদনের নিস্পত্তি হয় নি। অন্যদিকে, মাত্র ২১টি (৩৮%) এনজিও তাদের প্রকল্প প্রস্তাব প্রেরণ করে এবং বাঁকি প্রতিষ্ঠানগুলো কোন তথ্য প্রেরণ করে নি (টিআইবি বিশ্লেষণ, ২০১৩)।

- **পিকেএসএফ'র জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত পূর্ব অভিজ্ঞতা:** পিকেএসএফএ'র ক্ষুদ্র ঋণ সহ অন্যান্য কার্যক্রমের অভিজ্ঞতা থাকলেও জলবায়ু তহবিল ব্যবস্থাপনা এবং এ সংক্রান্ত প্রকল্প নির্বাচন, বাস্তবায়নে তদারকি ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে যথার্থ অভিজ্ঞতা না থাকায় প্রতিষ্ঠানটি জলবায়ু অভিযোজন প্রকল্প ও প্রতিষ্ঠান নির্বাচন কতটুকু ভুমিকা রাখবে তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। কারণ, গবেষণার ফলাফলে দেখা যায়, নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানগুলো অধিকাংশই অনভিজ্ঞ এবং অবকাঠামোগত অবস্থা দুর্বল ও বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।
- **জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি এবং অর্থায়নে অগ্রাধিকার:** বিসিসিএসএপি'র ঝুঁকি ম্যাপ অনুযায়ী জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাতে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ এলাকায় যেমন খুলনা (৬.৫ %), সাতক্ষীরা (১.২%) স্বল্প পরিমাণ অর্থ ও প্রকল্প প্রদান; এমনকি বাগেরহাট এলাকায় কোনো তহবিল বরাদ্দ করা হয় নি। উল্লেখ্য, নির্বাচিত এনজিও/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে অনুমোদিত প্রকল্প বাবদ অর্থের ২৪.০৩ শতাংশ চট্টগ্রাম বিভাগে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। অন্যদিকে, টাঙ্গাইল, গাইবান্ধা, রাজশাহী ও নবাবগঞ্জ জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জলবায়ু পরিবর্তনে খরা ও বন্যায় অক্রান্ত হলেও কম ঝুঁকিপূর্ণ টাঙ্গাইল সদরে ৪টি, গাইবান্ধা সদরে ২টি, রাজশাহী ও নবাবগঞ্জ সদরে ১টি, ঢাকা নগরে ১টি প্রকল্প বরাদ্দ করা হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি এলাকা, বিসিসিএসএপি'র নির্ধারিত থিম এবং এ খাতে চিহ্নিত অর্থায়নে অগ্রাধিকার খাতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।
- **প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্প নির্বাচনে রাজনৈতিক ও অন্যান্য প্রভাব:** তথ্য দাতাদের সাথে আলোচনার প্রেক্ষিতে এনজিও প্রকল্প নির্বাচনে রাজনৈতিক প্রভাব, প্রকল্প প্রাক্কলনের নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ (২০%) কমিশন হিসাবে প্রদান, নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে ব্যক্তির পরিবার সংশ্লিষ্ট কোনো এনজিওকে অবৈধভাবে বাস্তবায়ন সহয়োগী হিসাবে নিযুক্ত করা; অনৈতিক সুবিধা প্রদান যেমন, নীতি নির্ধারকের নির্বাচনী এলাকায় কম্পিউটার সেন্টার প্রতিষ্ঠার প্রতিষ্ঠানের অভিযোগ পাওয়া যায়।

সারণি ৩: বিসিসিটিএফ থেকে নির্বাচিত এনজিও/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন অনিয়মের তথ্য

বিভিন্ন অনিয়ম	এনজিওর সংখ্যা
এনজিও'র অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় নি	১০
বসবাসরত বাসা লিয়াজো অফিস হিসেবে ব্যবহার	৩
রাজনৈতিক প্রভাবের মাধ্যমে প্রকল্প প্রাপ্তি	৯
প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী/পরিচালনা পর্ষদ সদস্য রাজনীতির সাথে জড়িত	১৩
নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অন্য প্রকল্প বাবদ অর্থ আত্নসাতের অভিযোগ[৫]	২
মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি নিবন্ধন বাতিল করেছিল	১
আইনী বাধ্যবাধকতা সত্ত্বেও প্রকল্প এলাকায় অফিস না থাকা	৪

[৫] এনজিও/ বেসরকারি প্রতিষ্ঠান নির্বাচন ও প্রকল্প বাস্তবায়ন নীতিমালা এর ১(ক)অনুচ্ছেদ, ''এনজিও/ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে স্বেচ্ছাসেবী, সেবামূলক, অরাজনৈতিক এবং অলাভজনক হতে হবে"

সূত্র: মূখ্য উত্তর দাতা, মাঠ পর্যায়ে অনুসন্ধান, জুলাই ২০১৩[৬]

উল্লেখ্য, এনজিও/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত নীতিমালার ৫(ক) ধারা মতে, ‘‘প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকায় নিজস্ব অফিস ও উপযুক্ত জনবল থাকতে হবে”, অথচ ৪টি প্রতিষ্ঠানের প্রকল্প সংশ্লিষ্ট এলাকায় কোনো অফিস নেই।

- **নির্বাচিত এনজিওদের কাজের ক্ষেত্র এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞতা:** এনজিও/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান নির্বাচন ও প্রকল্প বাস্তবায়ন নীতিমালায় দুর্বলতার কারণে প্রতিষ্ঠান নির্বাচনে সব ধরনের এনজিও'র[৭] অংশগ্রহণের সুযোগ রয়েছে। ফলে নির্বাচিত ৫৫টি এনজিও/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বিশ্লেষণে দেখা যায়, মাত্র ১৭টি প্রতিষ্ঠানের কোনো না কোনোভাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে। নির্বাচিত অধিকাংশ এনজিও অনভিজ্ঞ হওয়ার কারণে জলবায়ু পরিবর্তন রোধে অনুমোদিত প্রকল্প বাস্তবায়নে কতখানি কার্যকর ভূমিকা রাখবে তা নিয়ে সংশয় রয়েছে।
- **প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন এবং প্রকল্প এলাকা নির্বাচনে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী এবং এনজিওদের অংশগ্রহণ:** ২১টি প্রকল্প প্রস্তাব পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রকল্প প্রস্তাবগুলো তৈরি এবং প্রকল্প এলাকা নির্বাচনের ক্ষেত্রে এলাকার ও ক্ষতিগ্রস্থ জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়নি। অন্যদিকে, অধিকাংশ এনজিও ৪.৫- ৫.০ কোটি টাকার প্রকল্প প্রস্তাব এবং তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে কর্ম পরিকল্পনা জমা দেয়। তবে, নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মকর্তার সাথে আলোচনা না করে সংশোধিত বাজেট ২০-৩০ লক্ষ টাকায় সংকুচিত করায় কর্ম পরিকল্পনার সাথে বাজেটের সামঞ্জস্য থাকে নি। ফলে, এনজিওগুলো অনুমোদিত তহবিল এবং প্রদত্ত সময়ের মধ্যে কাজের গুণগত মান নিশ্চিত করতে আগ্রহী নয়।

> **বক্স ২: বনায়ন বাবদ তহবিল বরাদ্দের কার্যকারিতা**
>
> বিসিসিটিএফ হতে নির্বাচিত ৬৩টি প্রকল্পের জন্য বনায়ন সংক্রান্ত প্রকল্পসমূহে মোট অর্থের ১৯.২% বরাদ্দ করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনে জানা যায়, কিছু বনায়ন প্রকল্পে উত্তোলিত চারার পরিমাণ উল্লেখ থাকলেও চারা গাছ লাগানোর জায়গায় পরিমাণ উল্লেখ নেই। একই ধরনের প্রকল্পে চারা উত্তোলন থেকে বনায়ন পর্যন্ত কোন প্রকল্পে চারা প্রতি বরাদ্দ ১০ টাকা, আবার কোন প্রকল্পে ৬৪ টাকা। তাছাড়া, ২ টি প্রকল্পে গাছ পাহাড়া দেয়ার জন্য অর্থ বরাদ্দ থাকলেও একই ধরনের অন্য প্রকল্পে এ বাবদ অর্থ বরাদ্দ নেই। এমনিকি বনজ, ফলজ ও ভেষজ গাছের তুলনায় উৎপাদন মূল্য কম হওয়ায় আগ্রাসী প্রজাতির গাছ (ইপিলইপিল, বাবলা) রোপনা করা হয়েছে (মাঠ পরিদর্শন, ২০১৩)

- **নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে জবাবদিহিতা:** নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনে পাওয়া যায় যে, প্রতিষ্ঠানগুলোর নিয়মিত এনজিওগুলোতে সরেজমিন পরিদর্শন এবং আলোচনার মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিটি এনজিও'র নির্বাহী পরিষদ রয়েছে। তবে নিয়মিত সভার মাধ্যমে সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার কথা থাকলেও তা মানা হয়না। মোট ৪০ টি এনজিও থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারেও, ১০ টি এনজিওতে নির্বাহী পরিষদের কোন সভা হয় না বলে তথ্য দাতারা জানান; তবে অধিকাংশ এনজিও নির্বাহী পরিষদের সভার বিবরণী নথিভুক্ত করেনা। এনজিওগুলোর নির্বাহী পরিষদের বিভিন্ন সদস্য, সাধারণত বাৎসরিক সভা অথবা কোন প্রকল্পের সভায় অংশগ্রহণ ছাড়া এনজিও পরিচালনায় তাদের কোন ভূমিকা থাকে না। অন্যদিকে বাৎসরিক সভায় এনজিওগুলো তাদের সেবাগ্রহীতাদের আমন্ত্রণ জানায় এবং তাদের কাজের বিবরণ দিয়ে থাকে।

চিত্র ৩: নির্বাচিত এনজিও'র কার্যনির্বহী পরিষদের সভা

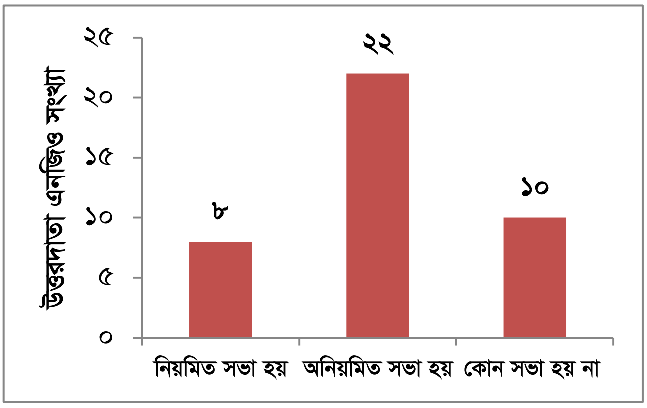

সূত্র: সরেজমিন প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন, ২০১৩

[৬] বিভিন্ন সময়ে সংবাদ পত্রে প্রকাশিত তথ্যের সাথে যাচাই বাছাই করা হয়েছে

[৭] বিসিসিটিএফ নীতিমালার ৩(ক) ধারা অনুসারে, আবেদনকারী এনজিও/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে জলবায়ু পরিবর্তন , প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপন, পরিবেশ সংরক্ষণ, দূষণ নিয়ন্ত্রণ, জীবন-জীবিকা এবং জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত স্বাস্থ্য সেবা ইত্যাদি কাজের পূর্ব অভিজ্ঞতা এবং উপযুক্ত প্রশাসনিক জনবল থাকতে হবে। অন্যথায় কোন এনজিও/ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে অর্থ বরাদ্দের জন্য বিবেচনা করা হবে না। তাছাড়া বিসিসিটিএফ নীতির ৪(ক) ধারা অনুসারে, ‘‘এনজিও বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের অর্থিক স্বচ্ছতা প্রমাণের স্বপক্ষে প্রতিষ্ঠানের হালনাগাদ নিরীক্ষা প্রতিবেদন জমা দিতে হবে;

৭.২ নির্বাচিত বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পে সুশাসন পর্যবেক্ষণ

- **রাজনৈতিক প্রভাব এবং প্রশ্নবোধক নির্বাচন:** দু'টি প্রকল্পে বেশি অর্থ বরাদ্দ হওয়া, বিদ্যমান স্বার্থের দন্দ্ব ও প্রকল্প নির্বাচনে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের অভিযোগ রয়েছে। কিছু প্রকল্পের আওতায় বিনা মূল্যে বিতরণের জন্য বরাদ্দকৃত সুবিধা যেমন বায়োগ্যাস প্লান্ট, সোলার পাওয়ার, কার্বন সাশ্রয়ী চুলা, জলবায়ু সহিষ্ণু ঘর ইত্যাদি বিতরণের ক্ষেত্রে কাঙ্খিত সুবিধাভোগী নির্বাচনে রাজনৈতিক প্রভাব বা ক্ষমতা ব্যবহারের অভিযোগ রয়েছে। ফলে, জলবায়ু পরিবর্তনে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠী প্রদত্ত সুবিধা হতে বঞ্চিত হচ্ছে।
- **আর্থিক নীতিমালায় জটিলতা:** এনজিও/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান নির্বাচন ও প্রকল্প বাস্তবায়ন নীতিমালার ১০ নং অনুচ্ছেদের (ঘ) ধারায় আর্থিক প্রতিবেদনের জন্য নির্দিষ্ট ছকের কথা বলা হলেও এনজিও প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেদের মত করে পিকেএসএফ'র কাছে আর্থিক প্রতিবেদন জমা দেয়। কারণ, এনজিওগুলো কোন প্রতিষ্ঠানের (পিকেএসএফ/বিসিসিটি) নির্দেশিত আর্থিক ব্যবস্থাপনার নিয়ম নীতি মেনে চলবে তার সুস্পষ্ট উল্লেখ নেই। উল্লেখ্য, পিকেএসএফ এর সাথে এনজিওগুলোর চুক্তিপত্রের ১.৭ ধারা অনুসারে, এনজিওগুলো পিকেএসএফ'র নিজস্ব আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নিয়ম মেনে অর্থ অবমুক্ত করে। পিকেএসএফএ'র আর্থিক ব্যবস্থাপনা অনুসারে প্রতি দিন/মাসে খরচের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দেয়ায় এনজিওগুলো প্রকল্প বাবদ খরচ বহন, অর্থ অবমুক্ত এবং অর্থিক প্রতিবেদন জমা দিতে জটিলতার সম্মুখীন হচ্ছে বলে জানিয়েছে।

৭.৩ কার্যকর তদারকি এবং মূল্যায়ন

পিকেএসএফ অথবা কোন সরকারি প্রতিষ্ঠান এখন পর্যন্ত মাঠ পর্যায়ে কোনো তদারকি, পরিদর্শন এবং মূল্যায়ন করে নি। যেহেতু পিকেএসএফ তহবিল ব্যবস্থাপনা বাবদ বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট বোর্ড (বিসিসিটিবি) থেকে কোনো অর্থ গ্রহণ করছে না, সেহেতু পিকেএসএফ'র মাধ্যমে প্রকল্পগুলো কিভাবে মূল্যায়িত হবে এবং পিকেএসএফএ'র মত অলাভজনক প্রতিষ্ঠান বহন কোন উৎস হতে উক্ত খাতে অর্থ খরচ করবে সে বিষয়টি নিয়ে অস্বচ্ছতা রয়েছে।

৮. নির্বাচিত সুনির্দিষ্ট এনজিও প্রকল্পে সুশাসন পর্যবেক্ষণ

প্রকল্প-১: "ঘূর্ণিঝড় সহিষ্ণু গৃহ নির্মাণ ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প" এলাকা সরেজমিন পরিদর্শনে দেখা যায়, প্রকল্প প্রস্তাব অনুসারে ১৬০টি জলবায়ু সহিষ্ণু বাড়ি প্রতি বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ১,৩৬,৩৭৩ টাকা। বিসিসিটি কর্তৃক এ প্রকল্পে 'জলবায়ু সহিষ্ণু ঘর' হিসাবে যে নকশাটি অনুমোদন করেছে এবং পূর্বে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো কর্তৃক বাস্তবায়িত 'জলবায়ু সহিষ্ণু ঘর' নির্মাণে যে নকশাটি অনুমোদন করেছিলো এ দু'টির মধ্যে আসলে কোনটি জলবায়ু সহিষ্ণু ঘর তা নিশ্চিত নয়। উপরন্তু, বাস্তবায়নকারী এনজিওটির ৪ টি প্রকল্প এলাকার মাঝে ৩ টি এলাকায় নিজস্ব অফিস নেই। তাছাড়াও, প্রকল্পে মেয়াদ জুন ২০১৩ এ শেষ করার কথা থাকলেও এপ্রিল পর্যন্ত ৪ টি প্রকল্প এলাকার মধ্যে ২ টি প্রকল্প এলাকায় কাজই শুরু হয়নি। অন্যদিকে, চট্রগ্রামে কার্যরত নীতি নির্ধারকের পরিবার সংশ্লিষ্ট একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের কাজ সম্পন্ন হচ্ছে। তবে প্রকল্প প্রস্তাবে সহযোগী প্রতিষ্ঠানের নাম বা এ সংক্রান্ত কোন তথ্য প্রদান করা হয় নি, যা বিসিসিটিএফ থেকে এনজিও/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান নির্বাচন ও প্রকল্প বাস্তবায়ন নীতিমালার ৫ নং অনুচ্ছেদের (ক) ধারার "আবেদনকারী এনজিও/ বেসরকারি প্রতিষ্ঠান যে এলাকার জন্য আবেদন করবে সে এলাকায় নিজস্ব অফিস ও উপযুক্ত জনবল থাকতে হবে" লংঘন।

প্রকল্প-২: "Drinking Water Supply and Sanitation for Climate Change Vulnerable Areas in Chittagong Particularly Anwara & Banskhali Upazilla" প্রকল্পের আওতায় মোট ৪৯০ টি পরিবেশ বান্ধব শৌচাগার নির্মাণ করা হয়। প্রকল্প প্রস্তাবে প্রতিটি শৌচাগারের জন্য নির্মাণ ব্যয় ৪,২২০ টাকা ধরা হয়েছে; অথচ এমন শৌচাগার নির্মাণে প্রকৃত খরচ ৫,৪৬০ টাকা ধরা হয়। কম টাকায় বেশি পরিবারকে শৌচাগার দেয়ার ফলে ভাল ও টেকসই শৌচাগার নির্মাণ সম্ভব হয় নি। প্রকল্প প্রণয়নে একই সময়ে সম্পূর্ণ এলাকায় সুবিধা প্রদান, জনগণের অভ্যাস, শৌচাগারের মান ও প্রকল্পের দীর্ঘস্থায়ীত্বকে বিবেচনা না করে শুধু বেশি জনগণকে প্রকল্পের সুবিধা প্রদানের কথা বিবেচনা করা হয়েছে। পিকেএসএফ এর পক্ষ হতে কোনো কর্মকর্তা প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ে এখন পর্যন্ত কোনো রকম পরিদর্শন করেনি।

প্রকল্প-৩: **"অবলম্বন"** নামক প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থাটি ১৯৯৭ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে পথ শিশু বিশেষকরে প্রতিবন্ধী এবং তাদের অধিকার বিষয়ক কাজ করলেও জলবায়ু পরিবর্তন/দুর্যোগ বিষয়ে প্রতিষ্ঠানটির কাজের পূর্ব কোনো অভিজ্ঞতা নেই। তবে প্রতিষ্ঠানটি জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড থেকে বরাদ্দকৃত প্রকল্পটির মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব চুলা বিতরণের কাজ পেয়েছে । উল্লেখ্য প্রকল্প প্রস্তাবে প্রতিটি চুলার গড় খরচ ১,০০০ টাকা দেখানো হলেও বাস্তবে প্রতিটি চুলার দাম ৭৫০-৮০০ টাকা। এতে প্রতিটি চুলায় ২০০-২৫০ টাকা অপচয় হওয়ার আশংকা রয়েছে। তাছাড়াও, এনজিওটি প্রকল্প প্রস্তাবে উল্লিখিত দামের চেয়ে কম দামে চুলা ক্রয় করে এবং তা বিতরণ করে মুনাফা করছে যা নীতিমালা বহির্ভূত।

৯. সার্বিকভবে বিসিসিটিএফ ও বিসিসিআরএফ কর্তৃক তহবিল ছাড়/প্রকল্প নির্বাচন এবং বাস্তবায়ন পর্যায়ে চ্যালেঞ্জসমূহ

তহবিল প্রাপ্তি

- জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী দেশগুলো বাংলাদেশবে প্রতিশ্রুত তহবিলের চেয়ে কম বরাদ্দ দিয়েছে

সরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জলবায়ু প্রকল্প প্রণয়ন

- প্রকল্প অনুমোদনে অস্বচ্ছতা এবং রাজনৈতিক প্রভাব

- প্রকল্প প্রণয়নে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর পর্যাপ্ত সম্পৃক্ততা না থাকা
- আন্ত:প্রতিষ্ঠান সমন্বয়হীনতা
- প্রকল্প প্রণয়নের পূর্বে পরিবেশ ও সামাজিক প্রভাব যাচাই না করা
- প্রকল্পের দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব চিহ্নিত না করা

প্রকল্প বাস্তবায়ন

- ঋণ ও ক্ষতিপূরণের টাকায় বাস্তবায়িত প্রকল্প আলাদা না করা
- ঠিকাদার নির্বাচনে রাজনৈতিক প্রভাব
- নির্মাণ কাজে নিম্নমানের নির্মাণ উপকরণ প্রয়োগ
- প্রকল্প বাস্তবায়ন, তদারকি ও পর্যবেক্ষণে স্থানীয় ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর অসম্পৃক্ততা

এনজিও প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদন এবং বাস্তবায়ন পর্যায়ে চ্যালেঞ্জসমূহ

প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্প প্রণয়ন ও অনুমোদন

- পিকেএসএফ কর্তৃক স্বাধীনভাবে কাজ করতে না পারা এবং ক্ষেত্র বিশেষে রাজনৈতিক ও অনৈতিক হস্তক্ষেপ
- রাজনৈতিক বিবেচনা ও স্বার্থের দ্বন্দ্বের উপস্থিতিতে প্রকল্প, প্রকল্প এলাকা এবং সুবিধাভোগী নির্বাচন এবং অনুমোদন
- সঠিক এবং বিশ্বাসযোগ্য এনজিও নির্বাচন না করা এবং কিছু ক্ষেত্রে অদক্ষ প্রতিষ্ঠানে প্রকল্প বরাদ্দ
- প্রকল্প অনুমোদন এবং বাস্তবায়নে স্বচ্ছতার অভাব

প্রকল্প বাস্তবায়ন

- বাস্তবায়িত প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট এবং পরিমাপযোগ্য ফলাফল না থাকা এবং অস্বচ্ছতা
- দুর্নীতি প্রতিরোধ এবং সঠিক জবাবদিহিতার ব্যবস্থা না থাকা
- দীর্ঘমেয়াদী এবং সমন্বিত কর্মপরিকল্পনার অভাব
- প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভিযোগ নিরসণের ব্যবস্থা না থাকা
- সঠিক তদারকি, পরিদর্শন এবং মূল্যায়নের ব্যবস্থা না থাকা

১০. সুপারিশমালা

তহবিল ছাড় ও সরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকল্প বাস্তবায়ন

- জলবায়ু তহবিল বরাদ্দ, প্রকল্প নির্বাচন, অনুমোদন এবং বাস্তবায়নের সকল পর্যায়ে সর্বোচ্চ তথ্যের উন্মুক্ততা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে;
- অগ্রাধিকার ভিত্তিক প্রকৃত জলবায়ু সহিষ্ণু প্রকল্প প্রণয়ন এবং অভিযোজনে কার্যকর, দক্ষ এবং স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করতে হবে;
- সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকল্প তৈরীর পূর্বে অবশ্যই প্রকল্পের স্থায়িত্ব, ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর মতামত বিবেচনা করতে হবে;
- সঠিকভাবে প্রকল্প এলাকা ও সুবিধাভোগী নির্ধারণ এবং ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের প্রয়োজন অনুসারে প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে;
- প্রকল্প প্রণয়ন হতে শুরু করে বাস্তবায়নের সব পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থাকে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত করতে হবে;
- প্রকল্পে বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট সকল কাজে স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটিকে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত করতে হবে;
- জলবায়ু তহবিল ব্যবস্থাপনার (তহবিল বরাদ্দ এবং বাস্তবায়ন) সকল স্তরে সহজে অভিযোগ গ্রহণ এবং তা দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করতে হবে;

এনজিও/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান নির্বাচন এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন

- প্রতিষ্ঠান নির্বাচনে পিকেএসএফকে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ প্রদান করতে হবে;
- প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণের জন্য প্রকল্প নির্বাচন ও অনুমোদন প্রদানকারী কমিটির ছাড়াও একটি ওয়াচডগ বডি থাকতে হবে;
- যোগ্যতা ও সক্ষমতার ভিত্তিতে এনজিও নির্বাচন করে প্রয়োজনীয় পরিমাণে তহবিল এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে যথার্থ সময় দিতে হবে;
- জলবায়ু তহবিল ব্যবহারে সততা, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিতে কার্যকর সুরক্ষা এবং দুর্নীতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে।

তথ্যসূত্র ও সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় (২০১০) বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলা করিবার জন্য জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট নামে একটি ট্রাস্ট স্থাপন এবং এতদ্সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণকল্পে প্রণীত আইন, ২০১৩ সালে সংগৃহীত, মূল নথি http://www.moef.gov.bd/Climate%20Change%20Unit/Climate%20Change%20Trust%20Act_2010.pdf

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় (২০১০) বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন ফান্ড নীতিমালা ট্রাস্ট, ২০১২ সালে সংগৃহীত, মূল নথি - http://www.moef.gov.bd/Climate%20Change%20Unit/CCTF%20Policy.pdf

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় (২০১০) জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড থেকে এনজিও/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান নির্বাচন ও প্রকল্প বাস্তবায়ন নীতিমালা, ২০১২ সালে সংগৃহীত, মূল নথি-http://www.moef.gov.bd/Climate%20Change%20Unit/NGO%20Selection%20policy.pdf

BCCRF. (2010). *Bangladesh Climate Change Resilience Fund (BCCRF) Implementation Manual.* BCCRF.

BCCRF. (2011). *Bangladesh Climate Change Resilience Fund; An Innovative Governance Framework.* Retrieved Januar 12, 2012, from Documents & Publications: http://www.bccrf-bd.org//Documents/pdf/one_pager_final_20Nov11[1].pdf

BCCSAP. (2009). *Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan.* Dhaka: Ministry of Environment and Forest.

MoEF. (2013). *Bangladesh Climate Change Trust.* Retrieved 2013, from http://www.moef.gov.bd/Climate%20Change%20Unit/Approved%20Project%20-Update%20Up%20to%20April2013.pdf

MoEF. (2011). *Bangladesh Climate Change Trust.* Retrieved August 2012, from http://www.moef.gov.bd/html/climate%20change%20unit/IMG.pdf

MoEF. (2012, March 27). *Guideline for preparing project proposal, approval, amendment, implementation, fund release and fund use for government, semi-government and autonomous organizations under the Cliamte Change Trust Fund.* Retrieved February 25, 2013, from http://www.moef.gov.bd/Climate%20Change%20Unit/Government%20Gazettes%20Climate%20Change%20Trust%20Fund%2023-02-2010.pdf

TIB. (2012, April 09). *Challenges in Climate Finance Governance and the Way Out*. Retrieved 2013, from http://www.ti-bangladesh.org/files/CFG-Assesment_Working_Paper_english.pdf

Zimmermann, M., Glombitza, K.-F., & Rothenberger, B. (2010). *Disaster Risk Reduction Programme For Bangladesh.* Bern: Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC).

সংযুক্তি-১: জলবায়ু তহবিলের উতসভেদে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অর্থ প্রাপ্তি

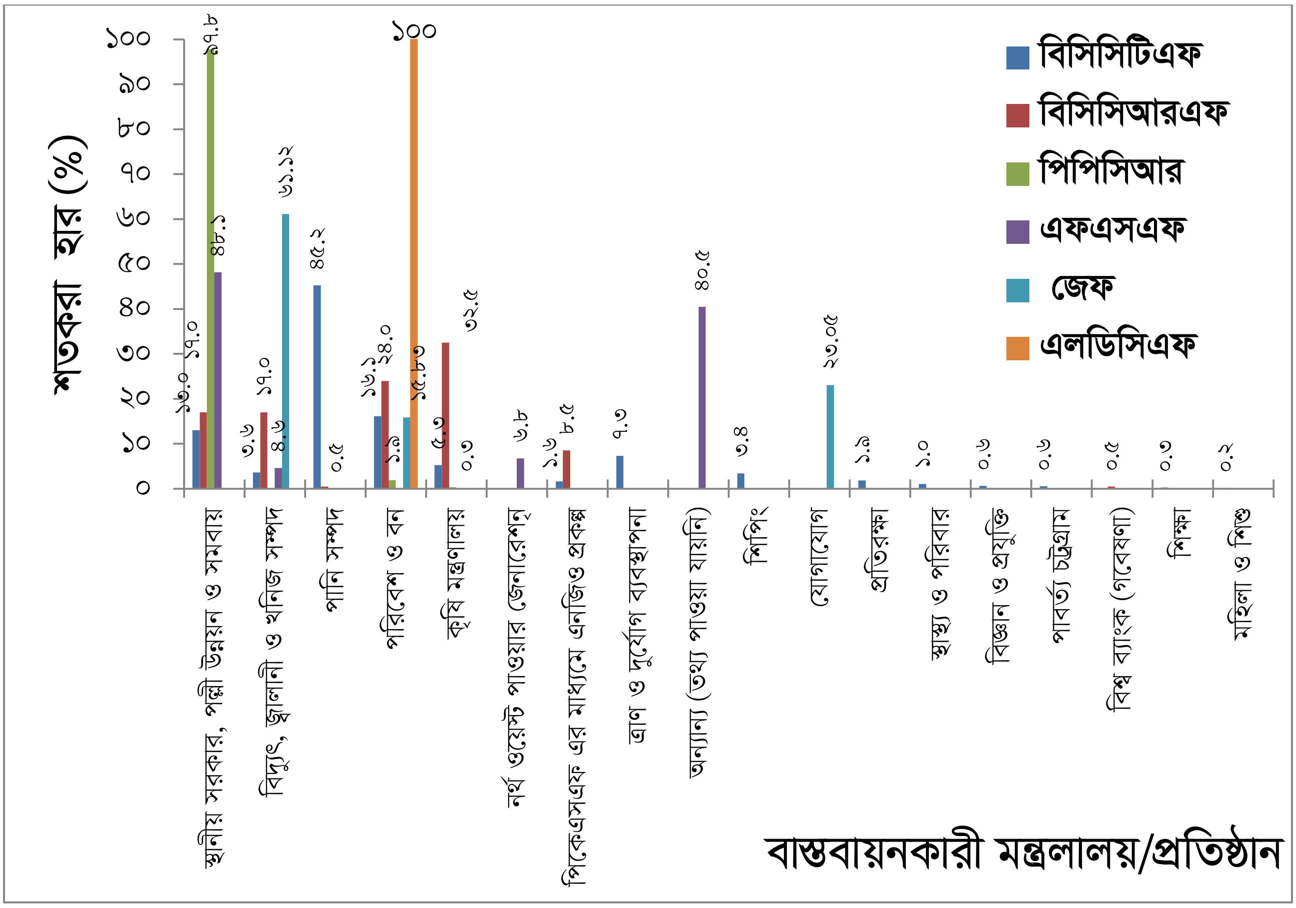

সংযুক্তি-২: বিআইডাব্লিউটিএ'র অবস্থান এবং টিআইবি গবেষণার তুলনা: অব্যয়িত অর্থ সম্বন্ধে অস্বচ্ছতা

প্রকল্প খরচ সংক্রান্ত খাত	**বরাদ্দের পরিমাণ (লক্ষ টাকা)**	**বিআইডব্লিউটিএর অবস্থান**	**টিআইবি'র পর্যবেক্ষণ**
প্রচার ও বিজ্ঞাপন	১৮	পুরো অর্থ ব্যয় হয়েছে	স্থানীয় জনগণ প্রকল্প কার্যক্রম সম্পর্কে অবগত নয়
প্রিন্টারসহ কম্পিউটার	০.৭৫		ক্রয় সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় নি
জনসচতেনতামূলক কাজ	১৮	করা হয়েছে	মাত্র ৭টি সাইনবোর্ড দৃশ্যমান
উচ্ছেদ অভিযান	২০	সম্পন্ন হয়েছে	প্রকৃত খরচ সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায় নি
গার্বেজ সংগ্রহ স্থান	২০	সম্পন্ন হয়েছে	২ টির মধ্য ১টি সম্পন্ন হয়েছে
বৃক্ষরোপন	২.২	বৃক্ষ রোপন করা হয়েছে	স্থানীয় জনগণ বৃক্ষ রোপন করেছে
হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ, প্রকৌশল জরিপ ও সয়েল টেস্ট, ওয়াকওয়ে, মাটির রাস্তা সম্পন্ন হয়েছে			